"মিষ্টি বাচ্চারা - ঈশ্বর (খুদা) হলেন তোমাদের বন্ধু (দোস্ত), আর রাবণ হলো শত্রু, তাই তোমরা ঈশ্বরকে (খুদা) ভালোবাসো, আর রাবণকে জ্বালিয়ে থাকো"

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চারা শীঘ্রই অনেকের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে থাকে?

*উত্তরঃ - যে বাচ্চারা স্মরণে থেকে নিজেও পবিত্র হয় আর অন্যদেরও নিজের সমান তৈরী করে। তাদের অনেকেরই আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তারা অনেক উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য একই শ্রীমৎ প্রদান করেন - বাচ্চারা, কোনো দেহধারীকেই স্মরণ না করে আমাকে স্মরণ করো।

*গীতঃ- অবশেষে সেই দিন এলো আজ...

ওম্ শান্তি। ওম্ শান্তির অর্থ তো আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেছেন। ওম্ এর অর্থ - আমি আত্মা, আর এই হলো আমার শরীর। আত্মাকে তো দেখা যায় না। আত্মার মধ্যেই ভালো বা মন্দ সংস্কার থাকে। আত্মার মধ্যেই মন এবং বুদ্ধি আছে। শরীরে কোনো বুদ্ধি নেই। মূখ্য হলো আত্মা। শরীর তো আমার। আত্মাকে কেউই দেখতে পায় না। শরীরকে আত্মা দেখে। আত্মাকে শরীর দেখতে পায় না। আত্মা নির্গত হয়ে গেলে শরীর জড় হয়ে যায়। আত্মাকে দেখা যায় না। শরীরকে দেখা যায়। তেমনিই আত্মার যে বাবা, যাকে গড ফাদার বলা হয়, তাঁকেও দেখা যায় না, তাঁকে বোঝা যায় বা জানা যায়। আমরা আত্মারা হলাম সব ভাই - ভাই। শরীরে এলে তখন বলা হবে, এ ভাই - ভাই, এ ভাই - বোন। আত্মারা তো সকলেই ভাই - ভাই। আত্মাদের বাবা হলেন - পরমপিতা পরমাত্মা। শরীরের যারা ভাই - বোন, তারা একে অপরকে দেখতে পারে। আত্মাদের বাবা হলেন একজন, তাঁকে দেখা যায় না। বাবা তাই এখন এসেছেন পুরানো দুনিয়াকে নতুন বানাতে। নতুন দুনিয়া ছিলো সত্যযুগ। এখন পুরানো দুনিয়া হলো কলিযুগ, একেই এখন পরিবর্তন করতে হবে। পুরানো দুনিয়া তো শেষ হয়ে যাওয়া উচিত, তাই না। পুরানো ঘর যেমন ভেঙ্গে ফেলে নতুন ঘর তৈরী করা হয়, তেমনই এই পুরানো দুনিয়াও এখন শেষ হয়ে যেতে হবে। সত্যযুগের পরে আবার ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ, তারপর অবশ্যই আবার সত্যযুগ আসবে। এই পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি রিপিট হতে হবে সত্যযুগে দেবী - দেবতার রাজ্য থাকে। সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী, তাকে বলা হয় লক্ষ্মী - নারায়ণের সম্রাজ্য, রাম - সীতার সাম্রাজ্য। এ তো সহজ, তাই না। এরপর দ্বাপর আর কলিযুগে অন্য অনেক ধর্ম আসে। এরপর দেবতারা, যাঁরা পবিত্র ছিলেন, তাঁরা অপবিত্র হয়ে যান, একে বলা হয় রাবণ রাজ্য রাবণকে বছর বছর জ্বালিয়ে এসেছে, তবুও মরে না, তখন আবার জ্বালাতে থাকে। এই হলো সকলের বড় শত্রু, তাই তাকে জ্বালানোর উৎসব শুরু হয়েছে। ভারতের এক নম্বর শত্রু কে? আর এক নম্বর বন্ধু, সদা খুশী প্রদানকারী ঈশ্বর। খুদা বা ঈশ্বরকে তো খুদা দোস্ত বলা হয়, তাই না। এর উপর একটি কাহিনীও আছে। তাই খুদা বা ঈশ্বর হলেন বন্ধু আর রাবণ হলো শত্রু। ঈশ্বর, যিনি বন্ধু, তাঁকে কখনোই জ্বালানো হবে না। রাবণ হলো শত্রু, তাই দশ মাথার রাবণ তৈরী করে তাকে বছর বছর জ্বালানো হয়। গান্ধীজীও বলতেন, আমাদের রামরাজ্য চাই। রামরাজ্যে সুখ আছে, আর রাবণ রাজ্যে দুঃখ আছে। এই কথা এখন কে বসে বোঝান? পতিত পাবন বাবা। শিব বাবা, আর ব্রহ্মা হলেন দাদা। বাবা সর্বদা সঠিকই বলেন, বাপদাদা। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও তো সকলের হয়ে গেলো। ব্রহ্মাকে অ্যাডমও বলা হয়। তাঁকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়। মনুষ্য সৃষ্টির কারণে প্রজাপিতা হয়েছেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করা হয়, তারপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হয়। দেবতারা আবার ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হয়। এনাকে বলা হয় প্রজাপিতা ব্রহ্মা, মনুষ্য সৃষ্টির পূর্বপুরুষ। প্রজাপিতা ব্রহ্মার কতো সন্তান। তারা বাবা - বাবা বলতে থাকে। ইনি হলেন সাকার বাবা। শিববাবা হলেন নিরাকার বাবা। এমন গায়নও আছে যে - প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করা হয় এখন তোমাদের এই শরীর রূপী খোলস হলো পুরানো। এ হলো পতিত দুনিয়া, রাবণ রাজ্য। এখন এই রাবণের আসুরী দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। এর জন্যই এই মহাভারতের লড়াই। এরপর সত্যযুগে এই শত্রু রাবণকে কেউ জ্বালাবেই না। রাবণ সেখানে থাকবেই না। রাবণই এই দুঃখের দুনিয়া তৈরী করেছে। এমন নয় যে, যাদের কাছে অনেক অর্থ আছে, বড় বড় মহল আছে, তারাই স্বর্গে আছে।

বাবা বোঝান, কারোর কাছে যদি কোটি টাকাও থাকে, তবুও তা তো মাটিতেই মিশে যাবে। নতুন দুনিয়াতে আবার নতুন খনি বের হয়, যার থেকে নতুন দুনিয়ার মহল ইত্যাদি সমস্ত কিছু বানানো হয়। এই পুরানো দুনিয়া এখন শেষ হয়ে যাবে। মানুষ সদ্গতির জন্য ভক্তি করে, আমাকে পবিত্র করে দাও, আমি বিকারী হয়ে গেছি। বিকারীকে পতিত বলা হয়।

সত্যযুগে হলো বিকার রহিত, সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া । ওখানে যোগবলের দ্বারা সন্তানের জন্ম হয়, ওখানে বিকার থাকেই না । না দেহ - বোধ, আর না কাম - ক্রোধ । ওখানে পাঁচ বিকার থাকেই না, তাই ওখানে রাবণকে জ্বালায় না । এখানে তো রাবণ রাজ্য আছে । বাবা এখন বলছেন, তোমরা পবিত্র হও । এই পতিত দুনিয়া এখন শেষ হতে হবে, যারা বাবার শ্রীমতে পবিত্র থাকে, তারাই বাবার মতে চলে বিশ্বের বাদশাহীর উত্তরাধিকার পায় । সত্যযুগে এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো, তাই না । এখন তো রাবণ রাজ্য, যা শেষ হতে হবে । সত্যযুগী রামরাজ্য স্থাপন হতে হবে । সত্যযুগে অনেক অল্প মানুষ থাকে । দিল্লীই রাজধানী থাকে, যেখানে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব হয় । সত্যযুগে দিল্লী পরীস্থান ছিলো । দিল্লীতেই সিংহাসন ছিলো । রাবণ রাজ্যেও দিল্লীই রাজধানী, আবার রামরাজ্যেও দিল্লীই রাজধানী থাকে । রামরাজ্যে কিন্তু হীরে - জহরতের মহল ছিলো । সেখানে অগাধ সুখ ছিলো । বাবা এখন বলেন, তোমরা বিশ্বের রাজত্ব হারিয়ে ফেলেছো, আমি আবার তোমাদের ফিরিয়ে দিই । তোমরা আমার মতে চলো । শ্রেষ্ঠ হতে হলে কেবল আমাকে স্মরণ করো, আর কোনো দেহধারীকে স্মরণ ক'রো না । তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো তাহলে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে । তোমরা আমার কাছে চলে আসবে । আমার গলার মালা হয়ে তারপর বিষ্ণুর মালা হয়ে যাবে । মালাতে উপরে আমি থাকি, তারপর দুই হলো ব্রহ্মা আর সরস্বতী । তাঁরাই সত্যযুগের মহারাজা - মহারানী হয় । তাঁদেরই আবার সম্পূর্ণ মালা, যারা নম্বর অনুযায়ী সিংহাসনে বসে । আমরা এই ভারতকে এই ব্রহ্মা - সরস্বতী আর ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বর্গ বানাই । যারা পরিশ্রম করে, পরে তাঁদেরই স্মরণ হয়ে থাকে । এ হলো রুদ্র মালা, আর ও হলো বিষ্ণু মালা । রুদ্র মালা হলো আত্মাদের, আর বিষ্ণু মালা হলো মনুষ্যদের । আত্মাদের থাকার জায়গা হলো ওই নিরাকারী পরমধাম, যাকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয় । আত্মা কোনো আণ্ডা অর্থাৎ ডিম্বাকৃতির নয়, আত্মা হলো বিন্দুর মতো । আমরা সকল আত্মারা ওখানে ওই সুইট হোমে থাকবো । বাবার সঙ্গে আমরা আত্মারা ওখানেই থাকি । সে হলো মুক্তিধাম । সমস্ত মানুষই চায়, আমরা মুক্তিধামে যাই, কিন্তু একজনও ফিরে যেতে পারে না । সকলকেই এই অভিনয়ে আসতেই হবে, ততক্ষণ বাবা তোমাদের তৈরী করাতে থাকেন । তোমরা যখন তৈরী হয়ে যাবে, তখন আর যতো আত্মারা আছে, তারা সব এসে যাবে । তারপর সব মুক্ত । তোমরা গিয়ে নতুন দুনিয়াতে রাজত্ব করবে, তারপর নম্বরের ক্রমানুযায়ী চক্র চলতে থাকবে । গীতাতে তো শুনেছো - অবশেষে সেই দিন এলো আজ....। তোমরা জানো, যে ভারতবাসী এখন নরকবাসী, তারা আবার স্বর্গবাসী হবে । বাকি সমস্ত আত্মারা শান্তিধামে চলে যাবে । তোমাদের খুব সামান্যই বোঝাতে হয়। অল্ফ হলো বাবা, আর বে হলো বাদশাহী । বাবা বাদশাহী পায় । বাবা এখন বলছেন - আমি ওই রাজ্যই আবার স্থাপন করছি । তোমরা এখন ৮৪ জন্ম ভোগ করে পতিত হয়ে গেছো । রাবণ তোমাদের পতিত করেছে । এখন পবিত্র কে করেন? ভগবান করেন, যাকে পতিত - পাবন বলা হয়, তোমরা কিভাবে পতিত থেকে পবিত্র, আবার পবিত্র থেকে পতিত হও, এই সম্পূর্ণ হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি আবার রিপিট হবে । এই বিনাশ এর জন্যই । বলা হয়, শাস্ত্রে ব্রহ্মার আয়ু ১০০ বছর বলা হয়েছে । এই যে ব্রহ্মা, বাবা যার মধ্যে বসে উত্তরাধিকার দান করেন, এর শরীরও শেষ হয়ে যাবে । আত্মাদের বাবা যিনি, তিনি বসে আত্মাদের বোঝান । মানুষ, মানুষকে পবিত্র করতে পারে না । দেবতাদের জন্ম কখনোই বিকারের দ্বারা হয় না । পুনর্জন্ম তো সবাই নিয়ে এসেছে, তাই না । বাবা কতো ভালোভাবে বোঝান যে, কিভাবে ভাগ্য জাগ্রত হয়ে যায় । বাবা আসেনই মনুষ্য মাত্রের ভাগ্য জাগাতে । সকলেই তো পতিত আর দুঃখী, তাই না । ত্রাহি - ত্রাহি করে বিনাশ হয়ে যাবে, বাবা তাই বলেন, ত্রাহি - ত্রাহি করার পূর্বে আমি অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো । এ যা কিছুই দুনিয়াতে দেখছো, এ সবই শেষ হয়ে যাবে । ভারতের উত্থান এবং ভারতের পতন - এরই খেলা । পৃথিবীর উত্থান । স্বর্গে কে কে রাজত্ব করেন, একথা বাবা বসেই বোঝান । ভারতের উত্থান, দেবতাদের রাজ্য, ভারতের পতন, রাবণ রাজ্য । এখন নতুন দুনিয়া তৈরী হচ্ছে । তোমরা বাবার কাছ থেকে নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য পড়ছো । এ কতো সহজ । এ হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পড়া । এও খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে । কোন্ কোন্ ধর্ম কখন আসে, দ্বাপরের পরেই অন্য সব ধর্ম আসে । প্রথমে সুখ ভোগ করে, তারপর দুঃখ । এই সম্পূর্ণ চক্র বুদ্ধিতে বসাতে হয় । যাতে তোমরা চক্রবর্তী মহারাজা - মহারানী হও । কেবল অল্ফ আর বে-কে বুঝতে হবে । এখন বিনাশ তো হতেই হবে । এতো হাঙ্গামা হয়ে যাবে যে, বিলেত থেকে কেউ আসতেও পারবে না, তাই বাবা বোঝান যে - ভারত ভূমি হলো সবথেকে উত্তম । জোরদার লড়াই লেগে যাবে, তখন ওখানেই থেকে যাবে । ৫০ - ৬০ লাখ টাকা দিলেও ফেরা খুব মুশকিল হবে । ভারত ভূমি সবথেকে উত্তম, বাবা যেখানে এসে অবতার নেন । শিব জয়ন্তীও এখানেই পালন করা হয় । কেবলমাত্র কৃষ্ণের নাম দেওয়াতে সম্পূর্ণ মহিমাই শেষ হয়ে গেছে । সর্ব মানুষের উদ্ধারকর্তা এখানে এসেই অবতার নেন । শিব জয়ন্তীও এখানেই পালন করা হয় । গড ফাদার এসেই সকলকে উদ্ধার করেন । তাই এমন বাবাকেই নমন করা উচিত, তাঁর জয়ন্তীই পালন করা উচিত । ওই বাবাই এখানে এই ভারতে এসে সবাইকে পবিত্র বানান । তাহলে এ হলো সবথেকে বড় তীর্থ । তিনি সবাইকে দুর্গতি থেকে মুক্ত করে সদগতি প্রদান করেন, এই ড্রামা তৈরীই আছে । এখন তোমরা আত্মারা জানো, আমাদের বাবা আমাদের এই শরীরের দ্বারা এই রহস্য বোঝাচ্ছেন, আমরা আত্মারা এই শরীরের দ্বারাই শুনি । তোমাদের আত্ম -

অভিমানী হতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে জং দূর হতে থাকবে, আর পবিত্র হয়ে তোমরা বাবার কাছে চলে আসবে। তোমরা যতো স্মরণ করবে, ততই পবিত্র হবে। অন্যদেরও যদি নিজের সমান বানাতে পারো তাহলে অনেকের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবে। তোমরা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে, তাই গায়ন আছে যে, সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) শ্রীমতে থেকে পবিত্র হয়ে, প্রতি পদে বাবার মতে চলে বিশ্বের বাদশাহী নিতে হবে। বাবার সমান দুঃখহর্তা, সুখকর্তা হতে হবে।

২) মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার এই পড়া সদা পড়তে হবে। সকলকে নিজের সমান বানানোর সেবা করে আশীর্বাদ প্রাপ্ত করতে হবে।

বরদানঃ- কল্যাণের বৃত্তি আর শুভচিন্তক ভাব দ্বারা বিশ্ব কল্যাণের নিমিত্ত হওয়া তীব্র পুরুষার্থী ভব

তীব্র পুরুষার্থী হলো তারা যারা সকলের প্রতি কল্যাণের বৃত্তি আর শুভচিন্তক ভাব রাখে। যদি কেউ বারংবার নিচে নামানোর চেষ্টা করে, মনকে অস্থির করে তোলে, বিঘ্নরূপ হয় তথাপি তাদের প্রতি তোমাদের সদা শুভচিন্তকের অটল ভাব থাকবে, পরিস্থিতির কারণে ভাব যেন না বদলায়। সকল পরিস্থিতিতে বৃত্তি আর ভাব যথার্থ হবে তাহলে তোমাদের উপর তার প্রভাব পড়বে না। তখন কোনও ব্যর্থ কথা দেখতেই পাবে না, টাইম বেঁচে যাবে। এটাই হলো বিশ্ব কল্যাণকারী স্টেজ।

স্লোগানঃ- সন্তুষ্টতা হলো জীবনের শৃঙ্গার এইজন্য সন্তুষ্টমণি হয়ে সন্তুষ্ট থাকো আর সবাইকে সন্তুষ্ট করো।

অব্যক্ত ঈশারা :- একতা আর বিশ্বাসের বিশেষত্বের দ্বারা সফলতা সম্পন্ন হও

একমত অর্থাৎ একতার বাতাবরণ বানানোর জন্য সমাহিত করার শক্তি ধারণ করো। ভিন্নতাকে সমাহিত করো। প্রত্যেকের বিশেষত্বগুলিকে দেখো, দুর্বলতাগুলিকে তো একদমই দেখবে না। যেরকম চন্দ্র অথবা সূর্যের গ্রহণ লাগে তখন বলে যে - দেখা উচিত নয়, নাহলে গ্রহচারী বসে যাবে। তো কারোর দুর্বলতাও হল গ্রহণ, তাকে কখনও দেখবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;